দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 21 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

নবম শ্রেণীর ইংরেজী সিলেবাস প্রসঙ্গে

১১ই জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে 'নবম শ্রেণীর ইংরেজী সিলেবাস প্রসঙ্গে' পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পত্রলেখক একটি নামকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াও কেন একটি বাস্তব বিষয় অনুধাবন করিতে পারিলেন না তাহা আমার বোধগম্য নহে। নূতন সিলেবাস যে সুফল বহিয়া আনিবে না তাহা তিনি নিশ্চিত হইলেন কিভাবে ? বর্তমানে মুখস্থ করার পদ্ধতিকে নিরুৎসাহিত করা হইতেছে। অথচ তিনি তাহার পত্রে পুরনো মুখস্থ পদ্ধতির সাফাই গাহিলেন। পুরনো পদ্ধতিতে নাকি রচনামূলক অংশে দুই-তিন পাইলেই প্রথম বিভাগ নিশ্চিত ছিল। মহোদয়ের নিকট নিবেদন, বিভাগ পাওয়া তো অনেক হইল, এবার একটু শিক্ষার মানের কথা ভাবা প্রয়োজন। বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি গ্রামারের উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু গ্রামারের উপর জোর দিতে যাইয়া যে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ইংরেজীর উপর বিতৃষ্ণা হইয়া উঠে তাহাও তো ভাবিতে হইবে। আম কুড়াইতে যাইয়া যদি আম না পাওয়া যায় এবং ছালাও যায় তবে তো হিতে বিপরীতই হইবে। ট্রান্সলেশন বাদ দেওয়া নাকি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে ইংরেজী শিখিয়া তো তাহা বাস্তব জীবনে কথোপকথনে ব্যবহার করা যায় না। বাস্তব জীবনে যদি ভাষার ব্যবহার না করা যায় তবে তাহা ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট অচল ভাষা হিসাবেই পরিগণিত হইবে। আর এইজন্যই কমিউনিকেটিভ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করা হইয়াছে। আসলে প্রবীণেরা পুরানো সবকিছুতেই আসক্ত থাকেন, তাই নূতন কিছু গ্রহণ করিতে তাহাদের কষ্ট হয়। টেন্স, ভয়েস, ন্যারেশন, ট্রান্সলেশন শুধু এইগুলো শিখাই যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা নয়, আশা করি বিজ্ঞ পত্রলেখক তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবেনা। কেননা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন কমিউনিকেটিভ ইংরেজী শিখানো হইতেছে এবং অমাদের দেশেও তাহাই প্রয়োজন।

হাবিবুর রহমান,
সিনিয়র শিক্ষক, জনতা
উচ্চবিদ্যালয়,
ফুলদি, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।